

ট্রেইন, সি - ৪২৪/২০২৩ (বেগতেজলী)

সাক্ষীর জবাবদী

সাক্ষীঃ এডওয়ার্ড মোঃ মুকুল হক দুলাল (৬০), পিতা- মৃত ওয়াজেদ আলী মোঝা, সং- ইচ্ছাকাটি ২৯ নং ওয়ার্ট,
থানা- এয়ারপোর্ট, টি.এম.পি.বরিশাল এর ফৌজকাঠ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবাবদী।

সূত্রঃ এম পি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৮০৬/৮২০/৮৬৫/৮৬৭/৮৬৮/৮৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে দেখা আছে। আমি পেশায় একজন আইনজীবী। আপনার জিজ্ঞাসাদে
বলিতেছি যে, অত্র মামলার বিবাদী আল-বাদী ইবনে হাকিম(৪০) অর্থ মামলার বাদীর ঘনিষ্ঠ আস্তীয় অর্থাৎ
শ্যালক। বিবাদী আল-বাদী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম, কর্তৃবাজার এর একজন উর্দ্ধতুন কর্মকর্তা
ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীর
সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাউন্ট হইতে তাহার
বিভিন্ন উপায়ে উপর্যুক্ত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন
বাদীকে তাহার মেগার্স মাস্টুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের
মধ্যে সু-সম্পর্কের গ্রন্থনে তাহাদের মধ্যে অর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত
ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবেদভাবে দাবী করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী
তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত
বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। তাদের উক্ত
বিরোধের কারণে আমি সহ-উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ
রোজ সোমবার বিকাল ৪ (চার) ঘটিকার সময়, বিবাদীর বাসার আলোচনার জন্য বসি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা
করিয়া বিবেচিত বিষয়ে মীমাংশার স্বার্থে একটি অদীকারনামা করা হয় যাতে দেখা ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫
লক্ষ টাকা দাবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাদী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ
টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অন্যান্য বাদী তাহার জুপালী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা,
বরিশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং- CHLT ৪৪১৯৭৪২। চেকটিতে
টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম শুলি অপূরণীয় ছিল। দুর্ধূত বাদী খাক্ষর করিয়া (অলিখিত
চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যস্থায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাদী সময় মত বিবাদীকে
সমন্বয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী
০৯/১১/২০১৩ ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি.এম.এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী
উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পুরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি.এম.এম
আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি.আর নং- ১৬২১/২০২৩
(উক্তরা) মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাদী উক্ত মোকদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয়
স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া, বিবাদীর
নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা হত্তেও) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে
গেলে, শেষেক্ষে ঘটনাহীন এবং অধীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল
০৪ (চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিণ্ণ হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দূর্ব্যবহার করিতে
থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাঢ়ি করিলে, খুন জখমের ছমকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া
দেয়।

এই আমার জবাবদী।

লিপিবদ্ধকারী

— ৪৭/ মিলন পার্ক
১৭-১২-২০২৩
(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিপি নং-৯৩২১২৩৮৪৮২

উ.পুলিশ পরিদর্শক

কোত্তালী থানা, বিএমপি.বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

৫৭

২৭-০১-২৪ ২৭-০২-২৪ ২৭-০৩-২৪ ২০-০৩-২৪

২০-০৩-২৪

মোঃ মাহমুদ- বিএস ক্লিনিক স্যার্কিটে, ক্লিনিক বেগমপুর-১০, ঢাক্কা
পি- ৮২৪/২০২৩ (কোণগামী)

সাক্ষীর জবাবদী

সাক্ষীঃ মোঃ মুলতান আহমেদ(৮০), পিতা- মৃত আলহাজ্র মোকামুর রহমান, সাং- কাশিপুর, ২৮ নং ওয়ার্ড,
খানা- এয়ারপোর্ট, বি.এম.পি.বিরিশাল এর ফৌজকাঙ। বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবাবদী।

সূত্রঃ এমপি মাহলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। অত্ম মালার বাদী ও বিবাদী আমার পূর্ব পরিচিত। আপনার
জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে, অত্ম মালার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্ম মালার বাদী মাসুদ এর
ছনিট আজীয় অর্থাৎ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম, কর্বাজার এর একজন
উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা
কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন
একাউন্ট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করিত। বিবাদী উক্ত
প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকানারী প্রতিষ্ঠানকে একটি
কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারনে তাহাদের মধ্যে আর্থিক সম্পর্কের সম্মুখের কোন লিখিত
চূক্ষনাম ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকানার কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী
করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত
বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বিরশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি
মালা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারনে আমি সহ উভয় পক্ষে লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত
০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়, বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি
এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিরোধীয় বিষয়ে মীমাংশার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনাম করা হয় যাতে লেখা
ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দেবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্যে ০১-০৮-২০২৩ তারিখের
মধ্যে বাদী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার রূপালী ব্যাংক লিমিটেড,
সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বিরশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং-
CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহুন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। তখনোও
বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার
পর বাদী সময় মত বিবাদীকে সমন্দয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী উক্ত চেক থানা ফেরৎ প্রদান না
করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি.এম.এম আদালতে, অফিস
চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী
করিয়া বিজ্ঞ সি.এম.এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি.আর
নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তর) মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাদী উক্ত মোকদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা
সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে
যাইয়া, বিবাদীর ক্ষিক তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্ত্বেও) চেকটি পুনরায়
ফেরৎ চাহিতে গেলে, শেষেকালে ঘটনাহীন এবং অস্বীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ
দূর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, খুন জখমের হ্রাস দিয়া তাহাদের বাড়ি
হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবাবদী।

মোঃ মুলতান
বি.এম.পি.বিরশাল
পি.এম.এস.কেকট
বিরশাল।

লিপিবদ্ধকারী

মোঃ মুলতান

০৭-১২-২০২৩
(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিপি নং-৯০২১২০৮৪৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোত্তয়ালী থানা, বি.এম.পি.বিরশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

১৬৭ ৩৭-০৯-২৪ ৩৭-০৯-২৪ ৩৭-০৯-২৪ ২০০০.৮

নথী নং: বিশেষ জনস্বাস্থ্য নির্বাচন কমিটি প্রবালগু বেসন্ত-০১২৫
তারিখ: ০৯-১২-২৪/২০২৬ (কোকন্ধুমুখ)

সাক্ষীর জবাবদী

সাক্ষী: মোঃ মনোয়ার হোসেন সিটেন @ মোঃ সিটেন খান(৫০), পিতা- মৃত আলী আজিম খান, সাংস্কৃতিক, পানা-
বন্দর, বি, এম, পি, বরিশাল এর ফৌজকাৰি বি১ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবাবদী।

সূত্র: এমপি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। অতি মালার বাদী ও বিবাদী আমার পূর্ব পরিচিত। আগন্তুর
জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে, অতি মালার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অতি মালার বাদী মাসুদ এর
ঘনিষ্ঠ আক্তার অর্থাৎ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম, কর্তৃবাজার এর একজন
উর্ধ্বন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা
কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন
একটিট ইইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একটিটে প্রেরণ করিত। বিবাদী উক্ত
প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মের্সার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ আন্যায় ঠিকানার প্রতিষ্ঠানকে একটি
কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারনে তাহাদের মধ্যে অর্থিক লেনদেন সম্মত কোন লিখিত
চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকানার কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী
করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত
বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধে দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিকল্পে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি
মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারনে আমি সহ উক্ত পক্ষের সোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত
০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়, বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি
এবং উক্ত পক্ষ আলোচনা করিয়া বিবোধী বিষয়ে মীমাংশার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারণায় করা হয় যাতে লেখা
ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দিবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের
মধ্যে বাদী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অন্যায়ী বাদী তাহার রূপাঙ্গী ব্যাংক লিমিটেড,
সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং-
CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র
বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার
পর বাদী সময় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না
করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি, এম, এম আদালতে, অফিস
চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী
করিয়া বিজ্ঞ সি, এম, এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিকল্পে একটি সি, আর
নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তর!) মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাদী উক্ত মোকদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা
সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে
যাইয়া, বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্ত্বেও) চেকটি পুনরায়
ফেরৎ চাহিতে পেলে, শেষেকালে ঘটনাছল এবং অধিকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ
শুধুমাত্র বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিণ ইহিয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত
দুর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাঢ়ি করিলে, খুন জন্মের হৃষকি দিয়া তাহাদের বাড়ি
হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবাবদী।

লিপিবদ্ধকারী

০৯-১-২-২০২৪
(মোঃ শিহাৰ উকিন)

বিপি নং-৯৩১২৩৮৪৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোত্তালী খানা, বি, এমপি, বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

৫৩
৭০-৩১-২৪

১৭-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ২১.০০.৮

কলাম্বিয়া- বিড়ি কল্পনিক স্ট্রিটেটি জিলো প্রদেশ-০১, বি
গ্রাম, পি - ৪২৪/২০২৩ (কোতুপুর)

সাক্ষীর জবাবদী

সাক্ষীঃ মোঃ আনিবুর রহমান(৬০), পিতা-মোনাহেফ আলী হাওলাদার, সা-এ, নিয়া পাড়া, ২৯ নং ওয়ার্ড থানা-
বিমানবন্দর, বি, এম, পি, বরিশাল এর হোষকাঙ। বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবাবদী।

সূত্রঃ এমপি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। অত্র মালার বাসী ও বিবাদী আমার আমার পূর্ব পরিচিত। আপনার জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে, অত্র মামলার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাসী মাসুদ এর ঘনিষ্ঠ আজীব অর্ধাংশ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম, কর্মবাজার এর একজন উর্ধ্বন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাসীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউট ইহতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে প্রার্জিত অর্থ বাসীর ব্যাংক একাউটে প্রেরণ করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাসীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাসী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারণে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সম্বন্ধে কোন লিখিত চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাসীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবেদ্ধভাবে দাবী করিলে এবং বাসীকে প্রদেয় অর্থ বাসী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাসী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাসী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিবেচনা দিলে, বিবাদী বাসীর বিরক্তে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। তাদের উক্ত বিবেচনার কারণে আমি সহ উক্ত পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়, বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি এবং উক্ত পক্ষ আলোচনা করিয়া বিবেচনা বিষয়ে মীমাংশার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা ছিলো, বাসী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দেবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্যে ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাসী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাসী তাহার কলামী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ-লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং- CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র বাসী বাসক করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যস্থায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাসী সময় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরে প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি, এম, এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রত্যোগীর জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি, এম, এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাসীর বিরক্তে একটি সি, আর নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তর) মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাসী উক্ত মোকদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া, বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্তেও) চেকটি পুনরায় ফেরে চাহিতে শেলে, শেষেক ঘটনাহীন এবং অধীকারের তারিখ অর্ধাংশ্যালক। এই অধীকারের তারিখ অর্ধাংশ্যালক প্রদান করা হয়েছে। এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, খুন জখমের হৃষকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবাবদী।

নিপিবদ্ধকারী

মোঃ জিয়েতুল ইসলাম

০৯-১২-২০২৩
(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিধি নং-৯৩২১২৩৮৪২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোতুয়ালী থানা, বিএমপি, বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

৫৭ ১৭-০৯-২৪ ১৭-০৯-২৪ ১৭-০৯-২৪ ২০:০০:৮৪
 চতুর্থ-বিশ্বে মন্ত্রিসভা মন্ত্রিসভা মন্ত্রিসভা
 এমপি মন্ত্রিসভা মন্ত্রিসভা মন্ত্রিসভা
 প্রেস, পি- ৪২৪/২০২৬ (মন্ত্রিসভা)

সাক্ষীর জ্ঞানবন্দী

সাক্ষী: আঃ হালিম (৬৫), পিতা- মৃত মকবুল আহমেদ, সাং-কশিগুর, ২৮ নং ওয়ার্ড থানা-বিমানবন্দর,
 বি.এম.পি.বিশ্বে এর ফোকাঃ বি: ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।

সূত্র: এমপি ছায়লা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেমাল কেওড়া।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। অত্ম মালার বাসী ও বিবাদী আমার আমার পূর্ব পরিচিত। আগমনিক
 জিজ্ঞাসারাদে বলিতেছি যে, অত্ম মালার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্ম মালার বাসী মাসুদ এর
 ঘনিষ্ঠ আদীয় অর্ধাংশ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম, কর্মবাক্তা এর একজন
 উর্ধতন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা
 কালীন বাসীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন
 একাউন্ট ইইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাসীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করিত। বিবাদী উক্ত
 প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাসীকে তাহার মের্সেস মাসুদ এস্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি
 কাজ দেয়। বাসী ও বিবাদীদের মধ্যে সুসম্পর্কের কারণে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত
 ছক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাসীর নিকট মূলাহার ৫০% অর্থ অবেদভাবে দাবী
 করিলে এবং বাসীকে প্রদেয় অর্থ বাসী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাসী দাবী করিলে উক্ত
 বিষয়ে বাসী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাসীর বিরক্তে বিশ্বাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি
 মালাল করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারনে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত
 ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪ (চার) ঘটিকার সময়, বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি
 এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিবোধী বিষয়ে মীমাংশার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা
 ছিলো, বাসী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দেব এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের
 মধ্যে বাসী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অন্যান্য বাসী তাহার রপ্তানী ব্যাংক লিমিটেড,
 সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বিশ্বাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং-
 CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিবাদীর মধ্যস্থিত উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার
 পর বাসী সময় মত বিবাদীকে সমুদ্দর টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া
 গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ পি.এম.এম আদালতে, অফিস চলাকালীন
 সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ
 পি.এম.এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাসীর বিরক্তে একটি পি.আর নং-
 ১৬২১/২০২৩ (উত্তর) মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাসী উক্ত মোকদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা
 সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে
 যাইয়া, বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা যাবে) চেকটি পুনরায়
 ফেরৎ চাহিতে গেলে, শেষেকালে ঘটনাহীন এবং অবীকারের তারিখ অর্ধাংশ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ
 ও ত্বরিত বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিণ্ঠ হইয়া বাসী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত
 দূর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাঢ়ি করিলে, খুন জথমের ছমকি দিয়া তাহাদের বাড়ি
 ইইতে তাড়িয়া দেয়।

এই আমার জবানবন্দী।

লিপিবদ্ধকারী

মোঃ মিসেস মুনিরা

১৫-১২-২০২৩

(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিধি নং-৯৩২১২৩৮৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোত্তালী থানা, বিএমপি বিশ্বাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

১৭-০৯-২৪ ১৭-০৯-২৪ ১৭-০৯-২৪ ২০.৩.৪
১০-০৯-২৪

জ্বামঘৰ:- বিশ্বে কল্যাণ প্রতিষ্ঠান জ্বামঘৰের প্রয়োগের মাধ্যম-০১/৪৫
ঠিক়ি - ৪২৪/২০২৫ (কোণগুলি)
/

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষীঃ মোঃ ফরহাদ হোসেন (৪০), পিতা- আঃ বৰ রাচ্চি, সাং-কালিপুর, ২৮ নং ওয়ার্ড থানা-বিমানবন্দর,
বি.এম.পি.বিশাল এর ফৌজকাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।

সূত্রঃ এমপি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। অত্র মালার বাদী ও বিবাদী আমার আমার পূর্ব পরিচিত। আপনার
জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে, অত্র মামলার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাদী মাসুদ এর
ঘনিষ্ঠ আভীয় অর্ধাংশ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম, করুবাজার এর একজন
উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা
কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন
একাউন্ট ইহতে তাহার উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করিত। বিবাদী উক্ত
প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এস্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি
কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারণে তাহাদের মধ্যে অর্ধিক লেনদেন সমূহের কোন সিখিত
চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী
করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত
বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি
মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারণে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত
০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪ (চার) ঘটিকার সময়, বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি
এবং উক্ত পক্ষ আলোচনা করিয়া বিরোধী বিষয়ে মীমাংশার স্থার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা
ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দেবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের
মধ্যে বাদী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার রূপালী ব্যাংক লিমিটেড,
সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বিশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং-
CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্ধাংশ অন্যাংশ কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র
বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীর স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার
পর বাদী সহয় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া
গত ইংজেলী ০৯/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি.এম.এম অদালতে, অফিস চলাকলীন
সহয় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ
সি.এম.এম অদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি.আর নং-
১৬২১/২০২৩ (উত্তর) মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাদী উক্ত মোকদ্দমার বিপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা
সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শদ্রুমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে
যাইয়া, বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা ষষ্ঠেও) চেকটি পুনরায়
ফেরৎ চাহিতে গেলে, শেষেকালে ঘটনাছল এবং অধিকারের তারিখ অর্ধাংশ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ
শুক্ৰবাৰ বিকাল ০৮ (চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিণ হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত
দূৰ্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাঢ়ি করিলে, খুন জখমের ছমকি দিয়া তাহাদের বাড়ি
হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবানবন্দী।

১৭-০৯-২৪
প্রক্রিয়া স্বত্ত্বস্থান কার্যক
বিভক্ত প্রক্রিয়া
প্রক্রিয়া দায়ের কেন্দ্ৰ
বিশাল।

লিপিবদ্ধকারী

মোঃ ফিহাব উদ্দিন

বিপি নং-৯৩২১২৩৮৪৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোতয়ালী থানা, বি.এম.পি.বিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

ছক্ষন-০১-২৪

১৭-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ২১:৩:৮

জ্ঞান- বিজ্ঞান সমিতি ক্লিনিক ছক্ষনের উদ্বোধন-০১, বাড়ি
ঠিকানা- বিজ্ঞান সমিতি ক্লিনিক ছক্ষনের উদ্বোধন-০১, বাড়ি
(ঠিকানা- ৮২৪/২০২৩ (কাটুলগ্নি))

সাক্ষীর জবাবদ্দী

সাক্ষী: মোঃ মজুমদার ইসলাম (৫০), পিতা- মৃত দূর বড়, সাঁ-ইচাকাটি, ২৯ নং ওয়ার্ড থানা-বিহারহন্দুর,
বি.এস.পি.বিশাল এবং ফৌজতা। বি.ঃ ১৬১ ধারার রেকর্ডে জবাবদ্দী।

দূরঃ এমপি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোর্ট।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। আমি বাঙাদেশ সেনা বাহিনীর একজন অবসর প্রাপ্ত মেজব। আমি
মালার বাবী ও বিবাদী আমার আমার আমার পূর্ব পরিচিত। আপনার জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে, আমি মালার বিবাদী
অল-বাবী ইবনে ই কিম(৪০) আমি মালার বাবী মাসুদ এবং ঘনিষ্ঠ আবীয় অর্ধেক শ্যালক। বিবাদী অল-বাবী
ইবনে ই কিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম, কর্মসূলীর এবং একজন উর্ধ্বন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক
প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাবীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং
তাহাদের সুসম্পর্কের দরকন বিবাদী বিজিত সহযোগ বিভিন্ন একটিটি হইতে তাহার বিভিন্ন উপরে উপর্যুক্ত অর্থ
বাবীর বাবীক একটিটিটে প্রেরণ করিত। বিবাদী উক প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাবীকে তাহার মেসার্স মাসুদ
এক্সেরপ্রাইজ নামীয় ঠিকানায় প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাবী ও বিবাদীদের মধ্যে সুসম্পর্কের কারণে
তাহাদের মধ্যে অর্ধিক সেনদেন সমূহের কোন লিখিত চৃক্ষিনামা ছিলো না। বিবাদী উক যিকানারি কাজের জন্য
বাবীর নিকট মূলকার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে এবং বাবী নাবী করিলে উক বিবাদী বাবী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিভাগ দেখা দিলে,
বিবাদী বাবীর বিকল্পে বিশ্বাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। তাহার উক বিবে প্রেরণ কারণে আমি সহ
উভয় পক্ষের ক্লেকজন বিবাদীর বসন্ত ঘরে বিদ্যা গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রেজ সোমবার বিকাল ৪(চার)
ঘটিকার সময়, বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিবে বিষয়ে
যীবাদীর স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা ছিলো, বাবী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দাবে এবং
আগামী ০১(এক) বছরের মধ্যে ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাবী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে।
এই শর্ত অন্যথায় বাবী তাহার ক্লেক বাবীক নিয়িটেড, সেক্সুাল বাস টার্মিনাল শাখা, বিশ্বাল এবং একটি অ-
লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অর্থ ও তারিখ
বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম উল্লিখিত নাইয়ে ছিলো। উধূমাত্র বাবী বাবী করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে
যাকীদের মধ্যস্থায় উক চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাবী সময় মত বিবাদীকে সমূল টাকা
পরিশোধ করিলেও, বিবাদী উক চেক খানা ফেরে প্রদান না করিয়া গত ইয়েপ্রেলী ০১/১/২০১৩ইং তারিখ রেজ
বৃহস্পতিবার চেক প্রদান করিয়া, অফিস চলাকচীন সময় বিবাদী উক অঙ্গীকৃত চেকটিতে নিচেই
সকল কলাম পূর্ণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি, এম, এম আদালতে, অফিস চলাকচীন সময় বিবাদী উক চেক ও
স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাবীর বিকল্পে একটি সি, আর নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তরা) মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাবী
উক মোকদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় যাকীদের জাত অরিয়া যাকীদের সহিত
প্রয়োগ্যে কতিপয় যাকীদের সহ বিবাদীর বসন্ত গৃহে বাইয়া, বিবাদীর নিকট তাহার প্রদান অঙ্গীকৃত (চেকের
বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা বাবেও) চেকটি পূর্ণায় ফেরে চাহিতে পালে, পোষক ঘটনাহল এবং
অবীকারের তারিখ অর্ধেক গত ২৪-১-১-২০২৩ ইং তারিখ রেজ কর্মসূলীর বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী
তাহাদের উপর কিষ্ট হইয়া বাবী সহ কতিপয় যাকীদের সহিত দূর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা সইয়া
বেশী বাড়াবাঢ়ি করিলে, বুন জরুরের ঘৰাকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়িয়া দেয়।

এই আমার জবাবদ্দী।

লিপিবদ্ধকৃত
১৭/০১/২৪

১৭-১২-২০২৩
(মাঃ শিহাৰ উদিন)

বিধি নং-১৯৩২১২০৮৪৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোত্তয়ালী থানা, বিএমপি.বিশ্বাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

৫৭
চতুর্থ-২৪

১৭-০২-২৪

১৭-০২-২৪

১৭-০২-২৪ ২২-৩

জনবশন:- বিড়িয়া টেক্সটাইলস লিমিটেড ক্ষেত্রগতিক বিজ্ঞপ্তি নথি নং-০১২

প্রিয়, পি - ৪২৪/২০২১(ক্ষেত্রগতিক)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষীঃ কাজী কবির আহমেদ (৪৪), পিতা- মৃত কাজী রফত আলী, সাং-ইছাকাঠি, ২৯ নং ওয়ার্ড থানা-
বিমানবন্দর, বি.এম.পি.বরিশাল এর ফৌজকাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।

সূত্রঃ এইপি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/২০২০/৪৬৫/৪৬৫/৪৬৬/৪৬৬/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। অত্র মালার বাদী ও বিবাদী আমার আমার পূর্ব পরিচিত। আগন্তব
জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে, অত্র মামলার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাদী মাসুদ এর
ঘনিষ্ঠ আন্তীয় অর্ধাংশ শালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম, করবাজার এর একজন
উর্দ্ধবৃত্ত কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা
কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরমন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন
একাউন্ট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করিত। বিবাদী উক্ত
প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি
কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারনে তাহাদের মধ্যে অর্থিক লেনদেন সম্বন্ধে কোন লিখিত
চৃতিগ্রন্থ ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুদ্রাফার ৫০% অর্থ অবেদভাবে দাবী
করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত
বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরক্তে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানার একটি
মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারনে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত
০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়, বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি
এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিবোধীয় বিষয়ে মীমাংশার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা
ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দেয়ে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্যে ০১-০৮-২০২৩ তারিখের
মধ্যে বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার ক্লাবে ব্যাংক লিমিটেড,
সেন্টাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং-
CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অর্কে ও তারিখ বিহীন অর্ধাংশ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র
বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অঙ্গীকৃত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষরের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক প্রদান করেন, যাহার চেক
পর বাদী সময় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী উক্ত চেক থানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া
গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৬ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজি সি.এম.এম আদালতে, অফিস চলাকালীন
সময় বিবাদী উক্ত অঙ্গীকৃত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াটী করিয়া বিজি
সি.এম.এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাপ্স ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরক্তি একটি সি.আর নং-
১৬২১/২০২৩ (উত্তর) মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাদী উক্ত মোকদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা
সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে
যাইয়া, বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অঙ্গীকৃত চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্ত্বেও চেকটি পুনরায়
ফেরৎ চাহিতে পেলে, শেষোভ ঘটনাহীল এবং অঙ্গীকারের তারিখ অর্ধাংশ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ
তক্ষবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিণ হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত
দূর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা সইয়া বেশী বাড়াবাঢ়ি করিলে, খুন জখমের হ্যাকি দিয়া তাহাদের বাড়ি
হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবানবন্দী।

লিপিবদ্ধকারী

২১-১২-২০২৩
(মেঝে শিহাৰ উদ্দিন)

বিধি নং-৯৩২১২৩৮৪৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোত্তমালী থানা, বি.এম.পি.বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬